The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদানএকটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ -

Chhaya Lohar

M.A in History. Netaji Subhas Open University. West Bengal, India
E-mail: chhaya8918@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400076

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের ফলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তা থেকেই শিক্ষিত ,সামাজিক ,ও সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষাসংবাদপত্র ও মুদ্রণ সংস্কৃতির প্রসার এই শ্রেণির চিন্তা ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। , দী চেতনার বিকাশ ও বিস্তারে মধ্যবিত্তশ্রেণি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।জাতীয়তাবা

এই গবেষণা প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গৌণ উৎসের উপর ভিত্তি করে সংবাদপত্রসভাসমিতি ও রাজনৈতিক ,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান , সংগঠনের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তবে এই প্রবন্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এলিট চরিত্রও গণভিত্তির অভাব প্রভৃতি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। , ও সাংগঠনিক ভিত্তি নির্মাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা সত্ত্বেও বলা যায় ভারতের জাতীয়তাবাদের আদর্শগতর অবদান ছিল অপরিহার্য।

Keywords:- *মধ্যবিত্তশ্রেণী ,জাতীয়তাবাদভারতীয় জাতীয় আন্দোলন। ,পাশ্চাত্যশিক্ষা ,ঔপনিবেশিক ,*

ভূমিকা:- জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ, স্বদেশচেতনা ও সামষ্টিক পরিচয়ের অনুভূতি গড়ে ওঠে যা জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, যা একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, বরং একটি গভীর সামাজিক ও বৌদ্ধিক রূপান্তরের ফল। এই প্রক্রিয়ায় যে শ্রেণীটি বিশেষভাবে সক্রিয় ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করে, তা হলো মধ্যবিত্তশ্রেণী।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা, আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো, নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মুদ্রণ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এর মাধ্যমে একটি শিক্ষিত; চাকরিজীবী ও পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান হয়, যারা একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অন্যদিকে তারা শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর মধ্য থেকেই যুক্তিবাদ, উদারনৈতিক চিন্তা, সাংবিধানিক অধিকার ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের ধারণা বিকশিত হয়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংবাদপত্র, সাহিত্য, নাটক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংগঠনেরে মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক পুনর্জাগরণ, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা— এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে মধ্যবিত্ত সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। ফলে জাতীয়তাবাদ একটি সীমিত শিক্ষিত গোষ্ঠীর ধারণা থেকে ক্রমশ সর্বভারতীয় চেতনায় রূপান্তরিত হয়।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা এবং তাদের সামাজিক, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক অবদানকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা। পাশাপাশি এই শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনাকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যাতে জাতীয়তাবাদের বিকাশকে সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন করা যায়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব:- ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্ন শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরে যে সামাজিক গোষ্ঠী অবস্থান করে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামে পরিচিত। সাধারণভাবে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান হলেও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ব্রিটিশ শাসনকালের বহু পূর্বেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমে ক্রমে উদ্ভব ঘটেছে। যথা—

(1) ইকতিদার আলম খান তাঁর **'দ্য মিডল ক্লাসেস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার'** প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে মোগল আমলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল কম ও সমাজে প্রভাবও ছিল অতিসামান্য।

(2) অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মনে করেন যে, নবাবি আমলে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। তাঁর মতে মোগল আমলের কায়স্তবংশীয় জমিদাররাই ছিল নবাবি আমলে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎস। কবি-সাহিত্যিক, বণিক, মহাজন, ব্যাংকের মালিক, হাকিম, বৈদ্য প্রমুখ। এদের নিয়েই বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।[1]

(3) বি. বি. মিশ্র-সহ বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন, ভারতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব হল ব্রিটিশ শাসনের ফল। ব্রিটিশ শাসনকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সরকারী চাকরিতে ইংরেজি ভাষার অগ্রাধিকার হওয়াই সরকারি চাকরির আশায় মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী হয়।[2]

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য:- (ক) ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ। পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের ফলে তারা সমাজে প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছিল।

(খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্যে নিজ সম্প্রদায় হিসেবে গোষ্টিগঠনে বেশি আগ্রহ ছিলেন। তারা নিজেরা জাতনির্ভর কয়েকটি গোষ্টীতে বিভক্ত ছিলেন।

(গ) প্রথমদিকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ সরকারের অধিনে চাকরি করলেও পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতার মুখোমুখি হয়।

(ঘ) ব্রিটিশ আমলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দেশের সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় খুবই সামান্য ছিল। উনবিংশ শতকের শেষদিকে সারা ভারতের শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্তের সংখ্যা আজকের দিনের দিল্লির মতো ক্ষুদ্র অঞ্চলের শিক্ষিত নাগরিকের চেয়েও কম ছিল।[3]

[1] নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ইতিহাস গবেষণা, পৃ. ৫৯।
[2] B. B. Misra, The rise of India Middle class
[3] বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ-২৭।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

(ঙ) ব্রিটিশ শাসনকালের যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছিল তার সংখ্যাগরিষ্ট অংশই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। সরকারি চাকরির বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, ও ক্ষত্রিয়দের দখলে ছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে মধ্যবিত্তশ্রেণী:- ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান মেরুদণ্ড ছিল। এজন্য এ.আর.দেশাই ভারতের মধ্যবিত্তদের **'আধুনিক ভারতের স্রষ্টা'** বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মধ্যবিত্তরাই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকারের অপশাসন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে সরব হন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বীজ ভারতের ইতিহাসে ও তার সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ফলে ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে আলিগড়কে কেন্দ্র করে সংস্কার এবং শিক্ষা আন্দোলন ঘটে। আবার দেওবন্দকে কেন্দ্র করে গোঁড়া মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করে।

উত্তরভারতে আর্য সমাজের প্রভাবে যে হিন্দু জাগরণ ঘটে তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছিল। যদিও আমরা দেখি যে আর্য সমাজের আন্দোলন হিন্দু পুরুজ্জীবনবাদ প্রচার করে তবুও তা হিন্দু সমাজের হীনমন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। ডঃ মজুমদারের মতে, **"স্বামী দয়ানন্দের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতির স্বাধীনতা লাভ। তিনিই সর্বপ্রথম স্বরাজ কথাটি চয়ন করেন। তিনিই প্রথম স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের ওপর জোর দেন এবং হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহারের পথ দেখান।"**

ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনও জাতীয়তাবাদের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নেন। কেশবচন্দ্র মানুষের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও সমান অধিকারের আর্দশ প্রচার করেন। এই ভাবধারা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশে বিশেষ সহায়ক ছিল। স্যার হেনরী কটনের মতে, **"১৮৮৪ খ্রীঃ কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর ফলে সর্বপ্রথম একটি প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের ভাব তাঁর প্রতি শোক প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হয়।"**

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা। স্যার ভ্যালেনটাইন চিরলের মতে, **"বিবেকানন্দ ছিলেন প্রথম হিন্দু যাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মীতা ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি এনে দেয় এবং ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে বিকশিত করে।"** (Vivekananda was the first Hindu whose Personality won demonstrative recongnition abroad for India's civilization and for her new born claim of nationhood)। বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক, এবং তিনি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেন ও জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ শিকাগো বক্তৃতা থেকে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে ধ্বজা উড়িয়ে দেন তা ক্রমে আরও উচ্চে স্থাপিত হয়।

জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা ও সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করতে শুরু করে। রাজারামমোহন রায় ১৮১৫ সালে কলকাতায় **'আত্মীয় সভা'** প্রতিষ্ঠা করেন। নানা ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে এই সভায় আলোচনা হত। রাজারামমোহন রায় হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ, জাতিভেদ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি ১৮২৯ খ্রি. লর্ড বেন্টিঙ্কের সহযোগিতায় এক আইনের মাধ্যমে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত **'কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'** বা **'জনশিক্ষা কমিটি'**র সদস্যরা কলকাতায় একটি সংস্কৃত

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাজারামমোহন রায় তৎকালিন গভর্নর জেনারেল আমহার্স্টকে একটি চিঠি লিখে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানান। রামমোহন রায়ের এই চিঠি ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল।

রাজারামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যে সমস্ত বাঙালিরা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহাবিদ্রোহের পূর্বে ও পরে রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে ব্রতি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রাজনারায়ণ বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ লাল রায়, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৩৬ খ্রিঃ **"বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা"** গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে কোম্পানির নানাবিধ আইন-কানুন, নিয়ম-নীতির সমালোচনা করা। ১৮৩৮ সালের **'জমিদার সভা'**, ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত **"বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি"** প্রভৃতি সংস্থাগুলির হাত ধরে বাংলার যুব সমাজ বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা চালিয়ে যান। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে বাংলা তথা ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনটি ছিল ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। এই সংস্থাতে মধ্যবিত্ত ছাড়াও সাধারণ কৃষকরা সদস্য হয়েছিল। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য ছিল—(১) জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ শক্তিশালী জনমত গঠন করা। (২) হিন্দু মুসলমান জনগোষ্ঠী মিলিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে এগিয়ে যাওয়া। (৩) একটি রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে বর্ণ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা। (৪) জাতীয়তাবাদী জাগরণে সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকেও সামিল করা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই সংগঠনগুলি সরকারের নানান কাজকর্মের ভুলত্রুটি, সমালোচনা করে থাকে যেমন–সরকারের কাউন্সিলে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব, সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ বিদেশের মাটিতে খরচ বহুল যুদ্ধ কমানো, আয়কর চাপানো নির্মম দেশীয় সংবাদপত্র আইন ও জাতিবিদ্বেষী অস্ত্র, আইনের প্রতিবাদ প্রভৃতি। এই সব সংগঠনগুলি কৃষক সম্প্রদায়ের বিষয় নিয়েও উৎসাহ দেখিয়েছিল। যেমন বাংলায় নীলবিদ্রোহ, পুনার দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ, প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

মধ্যবিত্তের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ নানা কারণে দেখা দেয়; যথা–চাকুরির ক্ষেত্র সীমিত হওয়ার ফলে অধীক সংখ্যক চাকুরী দাবী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী নেন, তিনি উচ্চ চাকুরীগুলি যথার্থ যোগ্য শিক্ষিত ভারতবাসীর জন্য খুলে দিতে দাবী জানান। বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন দ্বারা স্বদেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাবার জন্য তারা দাবী জানায়। কারণ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্প ও উদীয়মান যান্ত্রিক শিল্প পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভারত থেকে সম্পদের নিষ্ক্রমণের জন্য তারা সরকারের সমালোচন করে। ভারতের দারিদ্রতার জন্য তারা ব্রিটিশ নীতিকেই দায়ী করে। সকল ক্ষেত্রে সরকারি করবৃদ্ধি ও যুদ্ধের জন্য ভারতবাসীর ওপর কর চাপানো ও ব্যয় বৃদ্ধির তারা প্রতিবাদ জানায়। ভূমি বন্দোবস্ত ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচণ্ড কুফল, দুর্বিক্ষ ও কৃষির ধ্বংসের জন্যে তারা সরকারি ভূমি-রাজস্ব নীতির তীব্র সমালোচন চালায়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ঊনবিংশ শতকে বাংলায় যে সমাজ সংস্কার ও নবজাগরণের প্রবাহ দেখা দেয় তার ঢেউ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মহারাষ্ট্রে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, যতিরাও ফুলে, গোপাল গণেশ আগারকর, বালগঙ্গাধর তিলক, বিষ্ণুকৃষ্ণ চিপলঙ্কর, গোপাল হরিদেশমুখ প্রভৃতির নানান রচনা ও ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গের ফলে তা জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

ঊনবিংশ শতকে নানান সাহিত্যের রচনার মাধ্যমে স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদের বিশেষ প্রসার ঘটে। রাজারামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও বাংলার অন্যান্যদের দ্বারা বাংলা গদ্য নবরুপ পায়। তাঁদের স্বদেশীমূলক কবিতা ও রচনাগুলি ১৮৬০-৭০ এর দশকে বহু জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করে। হিন্দুমেলা সভাতে উল্লেখিত গান, **"উঠগো ভারত লক্ষ্মী"**, ও **"মিলে সব ভারত সন্তান"**, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের–**"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"** প্রভৃতি গানগুলি মধ্যবিত্ত পরিবারের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাসগুলি হল **"আনন্দমঠ"** ও **"বন্দেমাতরম"** ১৯০৫-১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণা সঞ্চার করে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটকে নীলকরদের বিরুদ্ধে বলা হলেও ইংরেজ শাসনের অত্যাচারমূলক দিক উদ্ঘাটিত করে। বালগঙ্গাধর তিলকের শিবাজী সম্পর্কিত রচনাগুলি মারাঠার হৃদয়ে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দেয়। কেশবচন্দ্রের ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা, বালগঙ্গাধর তিলকের মারহাট্টা পত্রিকা, মাদ্রাজের দ্য হিন্দু পত্রিকা ও অমৃতবাজার, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি সরকারের কাজকর্মের সমালোচন করত।

তবে দেখা গেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীদের অধিকাংশ উচ্চবর্ণের ছিল। ডঃ অনিল শীল এই উচ্চবর্ণের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে **"এলিট"** আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কোন কোন ইওরোপীয় লেখকও এই উচ্চবর্ণের শিক্ষিতদের **"এলিট"** (Elite) বলে অভিহিত করেছেন। এলিট কথাটির অর্থ হল বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী।

তবে পরবর্তীকালে দেখা যায় এদের মধ্যে সুবিধাহীন, শিক্ষার সুযোগহীন, দরিদ্রলোক ছিলেন। এই উচ্চবর্ণের শিক্ষিত বহু ত্যাগ স্বীকার ও জাতীয় স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেণীগত ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা ছিল একথা ভুল কারণ এঁদের মধ্য থেকেই সমাজ সংস্কারক, রাজনৈতিক নেতার উদ্ভব ঘটে যাঁরা জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটান। অনেকেই নিজ চেষ্টায় বিদ্যালয়, কলেজ, স্থাপন করে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটান। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই; পত্রপত্রিকা সভাসমিতি-এর মাধ্যমে চেতনার উন্মেষ ঘটান।

উপসংহার:- উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে জাতীয়তাবাদের বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে উদ্ভুত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত, সচেতন ও সংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। তারাই আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংবাদপত্র, সাহিত্য, নাটক, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য, স্বদেশপ্রেম ও আত্মপরিচয়ের বোধকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তাদের উদ্যোগ ও চিন্তাধারাই আধুনিক জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করে এবং ভবিষ্যতের গণভিত্তিক আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত রচনা করে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

References

- মাইতি, প্রভাতাংশু, ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা (১৭০৭ খ্রি-১৯৫০ খ্রিঃ), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুবাদ:- কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।
- চন্দ্র, বিপান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭-১৯৪৭), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, জীবন ও বিশ্বাস, ড. সুভাষ, ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা।
- রায়, অতুলচন্দ্র ও সান্যাল, সুরঞ্জনা, ভারতের ইতিহাস, নিউ জয়কালী প্রেস, কলকাতা-৭০০০০৬ ।
- জানা, জগন্নাথ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স, ৪০, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, শোভাবাজার, কলকাতা – ৭০০০০৫।

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026